সংবাদ

তারিখ 20 MAY 2016
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

এবার ধামরাই ও মোরেলগঞ্জে দুই শিক্ষক লাঞ্ছিত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

নারায়ণগঞ্জে শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনায় তোলপাড় সারাদেশে। এরইমধ্যে এক প্রধান শিক্ষিকাকে টয়লেট থেকে বের করে মারধর ও লাঞ্ছনার অভিযোগ উঠেছে। ঢাকা ধামরাইয়ের ১১নং পশ্চিম সূত্রাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনাটি ঘটে। এদিকে বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জে শ্লীলতাহানির তদন্ত চলাকালে বহিরাগতরা লাঞ্ছিত করেছে অভিযোগকারী শিক্ষিকাকে।

আমাদের ধামরাই প্রতিনিধি জানান, বুধবার উপজেলার ১১নং পশ্চিম সূত্রাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনাটি ঘটে। ওই বিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষকরা জানান, প্রধান শিক্ষিকা মোসা. ফৌজিয়া ইয়াসমিন গত শনিবার অফিস কক্ষ পরিবর্তন করে অন্য একটি কক্ষ অফিস হিসেবে ব্যবহার করেন। এ নিয়ে সহকারী শিক্ষিকা কানিস নাসিমা ও সহকারী শিক্ষক আক্তার হোসেনের সঙ্গে তার কয়েকদিন ধরে কথা কাটাকাটি চলতে থাকে। একপর্যায়ে বুধবার তারা ডেকে নিয়ে আসেন বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি কাজী মোহাম্মদ ফজলুল হক ও সহ-সভাপতি আবদুল মালেককে। এ সময় আবদুল মালেক প্রধান শিক্ষিকার সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। এক সময় অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করেন প্রধান শিক্ষিকাকে। এর প্রতিবাদ করলে উত্তেজিত হয়ে তাকে মারতে যান আবদুল মালেক। একপর্যায়ে ভয়ে আত্মরক্ষার্থে ফৌজিয়া ইয়াসমীন দৌড়ে বিদ্যালয়ের টয়লেটের ভিতরে যান। সেখান থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে ওই শিক্ষিকাকে মারধর করতে থাকেন আবদুল মালেক। এতে সহযোগিতা করেন ওই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আক্তার হোসেন ও কানিস নাসিমা। এক সময় ওই শিক্ষিকা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়। এ ঘটনায় ফৌজিয়া ইয়াসমীন জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন।

এদিকে শারীরিক নির্যাতনের বিষয়টি অস্বীকার করে সহকারী শিক্ষিকা কানিস নাসিমা ও সহকারী শিক্ষক আক্তার হোসেন জানান, প্রধান শিক্ষিকা কারও সঙ্গে পরামর্শ না করে নিজের একক সিদ্ধান্তে বিদ্যালয়ের কাজকর্ম করে থাকেন। এ নিয়ে তার সঙ্গে তর্ক হয়েছে, তাকে মারধর করা হয়নি।

বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সহ-সভাপতি আবদুল মালেক জানান, প্রধান শিক্ষিকা কারও সঙ্গে পরামর্শ না করে তার একক সিদ্ধান্তে বিদ্যালয়ের সকল কাজ করে থাকেন। তিনি ঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে আসেন না। প্রতিদিন ঢাকা থেকে যাতায়াত করে থাকেন। তবে শিক্ষিকাকে মারপিটের কথা অস্বীকার করে তিনি বলেন, তিনিই আমাকে জুতা নিয়ে মারতে এসেছে। তিনি আরও বলেন, টয়লেটের ভিতর থেকে বের করে আনার সময় হয়তো তিনি (প্রধান শিক্ষিকা) হাতে ব্যথা পেয়েছেন।

বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি কাজী ফজলুল হক জানান, শিক্ষিকাকে এবার : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

এবার : ধামরাই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মারধর করা হয়নি, তবে টানা-হেঁচড়া হয়েছে। শিক্ষিকা সকলের সঙ্গেই অস্বাভাবিক আচরণ করেন। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দৌলতর রহমান বলেন, অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে শিক্ষিকাকে মারধর ও লাঞ্ছিতের ঘটনার সত্যতা পেয়েছি। বিষয়টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে অবহিত করেছি। তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ ব্যাপারে ধামরাই থানার ওসি রিজাউল হক জানান, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকাকে টয়লেট থেকে বের করে মারধর ও লাঞ্ছনার ঘটনা শুনেছি, কিন্তু এ ঘটনার কোন সত্যতা পাইনি। আমার কাছে কোন অভিযোগ আসেনি।

আমাদের মোরেলগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, প্রধান শিক্ষক কর্তৃক সহকারী শিক্ষিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগের তদন্ত চলাকালে বহিরাগতরা লাঞ্ছিত করেছে অভিযোগকারী শিক্ষিকাকে। গতকাল দুপুর ২টার দিকে ১১৪নং এসপি বারইখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার সময় প্রধান শিক্ষক কর্তৃক সহকারী শিক্ষিকাকে কুপ্রস্তাব ও শ্লীলতাহানির অভিযোগের তদন্ত চলছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তদন্তকারী কর্মকর্তা সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. মানুনুর রশিদ ও মো. মোস্তাকিম বিল্লাহ ওই সময় তদন্ত কার্যক্রম বন্ধ করে সহকারী শিক্ষিকাকে পালিয়ে আত্মরক্ষার পরামর্শ দেন।

ঘটনার শিকার সেই শিক্ষিকা বলেন, 'তদন্ত চলাকালে ক্ষমতাসীন দলের সাবেক দুই ছাত্র নেতা প্রধান শিক্ষকের পক্ষ হয়ে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে। একপর্যায়ে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মোবাইল ফোন দিয়ে বেশ ছবি তুলে নেয় এবং তা ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়ারও হুমকি দেয়। পরে তদন্তকারী কর্মকর্তাদের পরামর্শে আমার স্বামীকে খবর দিয়ে বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করি। উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. আনিসুর রহমান এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে তদন্ত স্থগিত করা হয়েছে এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান বলেন, ঘটনার শিকার সেই শিক্ষিকা লিখিতভাবে অভিযোগ করেছেন। খুব দ্রুতই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। গত রোববার ১১৪নং এসপি বারইখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসমাইল হোসেন তার সহকর্মী শিক্ষিকাকে কুপ্রস্তাব দেন। এতে রাজি না হওয়ায় একপর্যায়ে টানা-হেঁচড়া করে শ্লীলতাহানি ঘটায়। উপজেলা শিক্ষা অফিসারের উদ্যোগে ওই ঘটনার তদন্ত চলছিল। স্পর্শকাতর এই ঘটনায় গত ৫ দিনেও কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় বিষয়টি ক্রমশ জটিল হচ্ছে এবং নিরাপত্তাহীনতায় পড়েছেন সেই সহকারী শিক্ষিকা।